نواقض الإسلام

ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ

পর্ব:১০

আবু মুস'আব

t.me/school_of_ilm
t.me/minbar_at_tawheed

ঈমান ভঙ্গের ১৮ তম কারণ:

যে ব্যক্তি ইন্টারফেইথে বিশ্বাস রাখবে কিংবা ইন্টারফেইথের প্রসারণে যে-কোনো সহযোগিতা করবে - সে কাফির।

📒ব্যখ্যা:

বর্তমানে সমাজে প্রচলিত একটি ঈমান বিধ্বংসী বিষয় হলো ইন্টারফেইথ তথা আন্তঃধর্ম। ইন্টারফেইথ হলো সেক্যুলারিজম এর ভিন্ন সংস্করণ। যেখানে সেক্যুলারিজম চর্চা হয় প্রকাশ্য ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, বিপরীতে মুসলিমদের মাঝে ইন্টারফেইথের প্রসার ঘটে বাহ্যিক দাড়ি টুপিতে আবৃত নামধারী মুসলিম দ্বারা।

এবং বর্তমানে ইন্টারফেইথের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম এবং বিশ্বাসের একীভূতকরণের চেষ্টা চলছে!

আমরা ইন্টারফেইথ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

🔲ইন্টারফেইথ অর্থ এবং এর সংজ্ঞা:

ইন্টারফেইথ অর্থ মূলত আন্তঃবিশ্বাস। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের কিংবা বিশ্বাসের অথবা ধ্যান-ধারণার লোকেদের একীভূত হওয়া কিংবা অংশগ্রহণ।

১.Merriam-Webster ডিকশনারি অনুযায়ী ইন্টারফেইথ অর্থ হলো "involving persons of different religious faith."

২.ম্যারিমাউন্ট ইউনিভার্সিটির মতে ইন্টারফেইথ এর মানে হলোঃ " Interfaith, in its most basic sense, is when people or groups from different religious/spiritual worldviews and traditions come together. "Inter-religious" is also used, since "interfaith" can connotates exclusively Abrahamic traditions. Did you know interfaith cooperation also can include atheists and agnostics, and people of no faith? Interfaith cooperation is the conscious bringing together of people from diverse religious, spiritual, and ethical beliefs."

বর্তমানে ইন্টারফেইথ শব্দটি বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত এবং এর প্রসার ও ভিন্ন নামে হচ্ছে! যেমনঃ ইন্টারফেইথ কে ইন্টারফেইথ ডায়ালগ, ইন্টার-রিলিজিয়াস, ইন্টারবিলীফ ডায়ালগ, ইন্টাররিলিজিয়াস ডায়ালগ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ও ইন্টারফেইথের প্রচার ঘটছে।

বর্তমানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ইন্টারফেইথের সংজ্ঞা হলোঃ বিভিন্ন ধর্ম এবং বিশ্বাসের লোকেদের একীভূত হওয়া এবং একে অন্যের বিশ্বাসকে মূল্য দেয়া, সঠিক মনে করা এবং নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা।

🔲ইন্টারফেইথের মূল উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ:

১.ইন্টারফেইথ এর মূল উদ্দেশ্য ই হলো বিভিন্ন ধর্মের একীভূতকরণ এবং এই বিশ্বাসের জন্ম দেয়া যে প্রত্যেক দ্বীন ই সঠিক।

২.বিভিন্ন ধর্মের ইবাদাতের স্থান একসাথে বানানো এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ একসাথে সংকলন করা।

৩.একে অন্যের সংস্কৃতি, বিশ্বাস কে মূল্য দিবে এবং একসাথে মিলেমিশে বসবাস করবে, ইত্যাদি।

এগুলো হলো প্রধান লক্ষ্য যদিওবা তাদের মূল লক্ষ্য ই ইসলামের উপর আঘাত হানা।

🔲বিভিন্ন সংস্থা যারা ইন্টারফেইথের প্রসার ঘটায়:

অনেক সংস্থা আছে যারা ইন্টারফেইথের প্রচার ঘটায়, তাদের মধ্যে কিছু সংস্থা নিম্নরূপঃ

১.United Religions Initiative(URI)

২.Interfaith Association for Service to Humanity and Nature

৩.National Catholic Muslim Dialogue (NCMD)

৪.King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue

৫.Interfaith Center for Sustainable Development

৬.Muslim Christian Dialogue forum

৭.Interfaith Encounter Association (IEA)
সহ আরো অনেক!

🔲ইসলাম বনাম ইন্টারফেইথ:
এই অংশে ইন্টারফেইথ কিজন্য কুফর এবং বাতিল তা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

⬛ইন্টারফেইথের কথিত সম্প্রীতি:

ইন্টারফেইথের দোহাই দিয়ে যে যত ই সম্প্রীতির কথা ই বলুক না কেনো, সেগুলো নিতান্তই অর্থহীন কেননা কোনো কাফির-মুশরিক কখনো কোনো মুসলিম কে দেখতে পারে না এবং ঘৃণা করে। তারা চায় মুসলিমরা যাতে কুফরে লিপ্ত হয়।

দলীল:

১."ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ না করবে।"[কুরআন ০২:১২০]

২."তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও।"[কুরআন ০৪:৮৯]

৩."তোমরা[মুসলিমরা] তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে পাবে প্রথমতঃ ইহুদীদেরকে অতঃপর মুশরিকদেরকে।"[কুরআন ০৫:৮২]

তাছাড়া আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যাতে আমরা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করি।

দলীল:
১."হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[কুরআন ০৫:৫১]

৩."মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ'র কোন সম্পর্ক থাকবে না।"[কুরআন ০৩:২৮]

ইহুদি, খ্রিস্টান সহ কাফিররা মুসলিমদের উপর যেভাবে অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে তাতে ই অনুমেয় যে তারা কেমন শান্তিকামী! সকল সম্প্রীতি ই আসে মুসলিমের উপর আগ্রাসনের জন্য। কিছু ঘটনা নিম্নরূপঃ

১.আফগানে আমেরিকা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন।
২.কাশ্মীর এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের উপর কাফিরদের অত্যাচার।
৩.চীনের উইঘুরে, মায়ানমারে মুসলিমদের উপর কমিউনিস্ট এবং বৌদ্ধদের অত্যাচার।
৪.ইরাক, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকার মুসলিমদের উপর ইসরায়েল, আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অত্যাচার।
৫.পুণ্যভূমি শাম তথা সিরিয়ায় কুফফারদের আগ্রাসন সহ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে!

এসব আগ্রাসনের মাধ্যমে তারা লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ এবং শিশু কে শহীদ করেছে! অথচ এরা ই নাকি শান্তিকামী।

⬛সকল ধর্মকে সঠিক মনে করা:

এটা নির্জলা কুফর কেননা ইসলাম ই সত্য এবং পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ তায়া'লার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম, তার বাইরে যা আছে সব ই বাতিল। এবং যে ইসলামের বাইরে যারা আছে তাদেরকে কাফির মনে করবে না, সে ও কাফির।

ইন্টারফেইথ এ বিশ্বাস করা মানে হলো কাফিরদের বানানো কল্পিত মিথ্যা ইলাহ কে ও ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যা নিকৃষ্ট কুফর এবং শির্ক।

দলীলঃ
১."নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।"[কুরআন ০৩:১৯]

২."নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো [সত্য] ইলাহ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।"[কুরআন ২০:১৪]

ইসলামের বাইরে সমস্ত ধর্মমত বাতিল। এবং যে সেসব বাতিল ধর্ম কিংবা জীবনব্যবস্থার অনুসারীকে এবং কোনো অমুসলিম কে কাফির বলবে না, সে নিজেও কাফির কেননা সে কুরআনের আয়াতের অস্বীকার করেছে!

দলীলঃ
১."কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"[কুরআন ৯৮:০৬]

২.কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ ইজমা উল্লেখ করে বলেন, "....যে ইহুদি, খ্রিস্টান কে এবং দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগকারীকে... কাফির মনে করে না সে কাফির।"[আশ শিফা]

৩.যদি তাদের কুফর সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও কেউ তাদেরকে তাকফির না করে তবে সে কাফির।যে কোনো মুশরিককে কাফির বলে না সে কাফির - এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেন ইমাম ক্বাদী ইয়াদ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ।

⬛বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ একমলাটে ছাপানো:

আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা নাজিল হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এবং তা নিয়ে আসেন জিব্রাইল আলাইহিসালাম।

আল্লাহ তায়া'লা পূর্ববর্তী নবী-রাসুলের উপর ও আসমানী কিতাব নাজিল করেছিলেন।

কিন্তু কুরআন নাজিলের পর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য কুরআন অনুসরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

দলীল:

১."আর আমি এই কিতাবকে তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, [এবং]..পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং ঐ সব কিতাবের বিষয়বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করোনা, তোমাদের প্রত্যেকের [সম্প্রদায়] জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াহ এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাহ করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে দ্বীন তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে আল্লাহরই নিকটে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।"[কুরআন ০৫:৪৮]

২.ইমাম ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন," যে বিষয়ে ইসলামি শরিয়াহ এর কোন দলিল [কুরআনের আয়াত বা হাদিস] নেই এমন বিষয়েও যদি কেউ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে একজন কাফির মুশরিক। ইসলামে তার জন্য কোন জায়গা নেই। আর এ ব্যাপারে ফক্কিহগণের ইজমা আছে।"[ইহকাম আল আহকাম ফি উসুল আল আহকাম]

তাছাড়া আহলে কিতাবরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং নিজেরা পরিবর্তন করে তা ভিন্নরূপে উপস্থাপন করেছে।

⬛কাফির-মুশরিকদের সাথে আচরণ:

মুশরিকরা নাপাক এবং তারা আল্লাহ তায়া'লার সাথে শরীক স্থাপন করে। কিভাবে একজন মুসলিম পারে তার রবের সাথে শরীককারীর সাথে বন্ধুত্ব করতে?

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা মানে আল ওয়ালা ওয়াল বারার লঙ্ঘন কেননা আমরা কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট।

দলীল:
১."যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, এবং ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।"[কুরআন ০৯:২৯]

🔲ইন্টারফেইথে বিশ্বাসী এবং আহবানকারীর বিধান:

ইন্টারফেইথে বিশ্বাস করা এবং এর দিকে আহবান করা নিকৃষ্ট রিদ্দাহ। যে জেনে বুঝে তা বিশ্বাস করবে অথবা এর দিকে আহবান করবে কিংবা তা সঠিক মনে করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির।

কেননা-
১.তা ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক।

২.আল্লাহর শরীক স্থাপন করার বিশ্বাস।

৩.কুরআন এবং সুন্নাহ কে অস্বীকার, ইত্যাদি।

তাছাড়া একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো কাফিরকে ইসলামের দিকে আহবান করা যা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

ইন্টারফেইথ নিয়ে শাইখ সুলায়মান আল আলওয়ান এর বক্তব্য:

এবং যারা মুসলিম এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদেরকে মধ্যে পার্থক্য করে না এবং এই এই পার্থক্যের তীব্র বিরোধিতা করে তারা মুসলিম নয় যদিওবা তারা দিনে ১০০০ বার লা ইলাহা ইল্লালাহ বলে। তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানিয়েছে, এবং তারা কাফির ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে তাকফির করে না।

ইসলাম হলো আল্লাহর তাওহীদ এবং ইবাদাতে তার একত্ব। এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান এবং সে যা নিয়ে এসেছে তার অনুসরণ। ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবিশ্বাস করে।

মুসলিম এবং কাফিরদের পার্থক্য অনস্বীকার্য এবং সময়ের সাথে তা [এই বিধান] অপরিবর্তনীয়। দ্বীনের[ইসলাম এবং অন্য ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থার] এই পার্থক্য যে দূর করতে যায়, সে তাওহীদ ও শির্ককে, ঈমান ও কুফরকে, জান্নাতি ও জাহান্নামি কে এক করতে চায়।
আল্লাহ তাআলা বলেন,"তবে কি আমি মুসলিমদেরকে অবাধ্যদের মতো ই গণ্য করবো? তোমাদের কি হলো? তোমরা কিভাবে ফায়সালা করছো?" [কুরআন ৬৮:৩৫-৩৬]

ইন্টারফেইথ এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশ:

কাফিরদের তৈরি এই ফাদে পা দিচ্ছে অনেক মুসলিম এবং ফলশ্রুতিতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে মুশরিক বেরেলভীদের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহির উল কাদরী ও ইন্টারফেইথে বিশ্বাসী এবং জড়িত।

বাংলাদেশের মুভ ফাউন্ডেশন, কতিপয় নামধারী আলিম এবং ইসলামি কন্টেন্ট রাইটার ও এই সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত!

তাছাড়া বহু মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে এই ফিতনা বাড়ছে।

আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে ফিতনা হতে রক্ষা করুন এবং মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর অটল রাখুন, আমিন।

ঈমান ভঙ্গের ১৯তম কারণ:

যে ব্যক্তি সেক্যুলারিজমকে উত্তম মনে করবে কিংবা তা গ্রহণ করা জায়িয মনে করবে কিংবা জেনেবুঝে সেক্যুলারিজমের প্রসারে কাজ করবে, সে কাফির।

📒ব্যখ্যা:

Secularism[সেক্যুলারিজম] বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কিংবা অনেকেই এই শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার করে থাকেন। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সাথে সম্পুর্ন সাংঘর্ষিক এবং তা একটি কুফরি মতবাদ।

❑ধর্মনিরপেক্ষতা কি?

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বুঝায় ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা ধর্মহীনতা বা বস্তুবাদ। জর্জ জ্যাকব নামক এক ইংরেজ সর্বপ্রথম ১৮৪৬ সালে এই "ধর্মনিরপেক্ষতা " শব্দটি ব্যবহার করেন। সে Principles of Secularism এ উল্লেখ করেঃ "ধর্মনিরপেক্ষতা হলো যা শারীরিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক প্রকৃতির বিকাশ সাধনের জন্য দায়িত্ব হিসেবে যা নাস্তিকতা, আস্তিকতা এবং বাইবেল কে বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক নৈতিকতার ব্যবহারিক পর্যাপ্ততাকে প্ররোচিত করে.....।"

লার্নার'স ডিকশনারির মতে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো ওই বিশ্বাস যাতে সরকার, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডে ধর্ম কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

ড.ফিল জুকারম্যান ধর্মনিরপেক্ষতাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। সাইকোলজি টুডেতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তা উল্লেখ করা হয়। তিনটি ভাগ হলো:

১.রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা
২.দার্শনগত ধর্মনিরপেক্ষতা
৩.সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতা

রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, দার্শনগত ধর্মনিরপেক্ষতা হলো হলো এমন চিন্তাধারা যা সর্বদা ধর্মকে ভুল হিসেবে দেখে এবং এর বিরুদ্ধে লিখালিখি করে, আর সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজে ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভাব প্রসার করা।

Encyclopedia Britannica নামীয় ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা নাস্তিকতা শিরোনামের অধীন Secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ ১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা এবং ২.ব্যবহারিক নাস্তিকতা।

ব্রিটেনিকার মতে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো ব্যবহারিক নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন ডিকশনারি এবং দার্শনিকের মতানুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো মূলত সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার মতবাদ। সকল রাষ্ট্রীয় কাজ যেমনঃ বিচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্দেশ্য।

❑ধর্মনিরপেক্ষতা কি আসলেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ?

এটা কখনোই বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়। এটার ভিত্তি ই হলো মানুষের মস্তিকপ্রসূত বুদ্ধি বা জ্ঞান। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সবকিছু থেকে ধর্মকে আলাদা করা। ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত গড়ে ওঠে বস্তুবাদী স্বার্থের জন্য এবং তা প্রসারের জন্য। মোট কথা হলো সেক্যুলাররা যতই বিজ্ঞানের নাম জপুক, তাদের সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

❑ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা:

ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা নামক ভ্রান্ত মতবাদ সম্পুর্ন সাংঘর্ষিক। নিজে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

■১. রাষ্ট্র থেকে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা:

ইসলাম ই একমাত্র জীবনব্যবস্থা হোক তা ব্যক্তিগত জীবনে বা রাষ্ট্রে। এর বাইরে সব ধর্ম, মতবাদ বা জীবনব্যবস্থা একদম ই বাতিল। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মানবো আর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানবো না - এটা ভুল এবং সুস্পষ্ট কুফর। ইসলাম সম্পুর্ন জীবনব্যবস্থা হিসেবে আমাদের নিকট এসেছে এবং এটাই চূড়ান্ত।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো।"[কুরআন ০২:২০৮]

খ.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।"[কুরআন ০২:৮৫]

গ.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার[রাসুল]প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"! [কুরআন ০৭:০৩]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ইসলাম ই একমাত্র জীবনব্যবস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে তা মানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এর অপরিহার্যতা অস্বীকার করবে সে কাফির।

যে ব্যক্তি রাষ্ট্র কে দ্বীন ইসলাম থেকে পৃথক করলো, সে যেনো দুই ইলাহের দাবী করলো!

২.ইসলামের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা:

ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় বা যেকোনো ক্ষেত্রে ইসলাম কে মানা এবং একমাত্র দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সালাত, যাকাত ইত্যাদিকে ফরজ বিধান হিসেবে মানবে অথচ পর্দা কে ফরজ হিসেবে মানবে না সেও কাফির!
অর্থাৎ জীবনের সুক্ষ্ম কোনো ব্যাপারে ও যদি ইসলাম মানার আবশ্যকতা নিয়ে সন্দেহ হয় কিংবা অস্বীকার করা হয় তাহলে তা সুস্পষ্ট কুফর যা কাউকে মিল্লাতে ইব্রাহিম থেকে বের করে দেয়।

৩.ইসলামি বিচারব্যবস্থা এবং সেক্যুলার আইন:

সেক্যুলার আইনে ইসলামী আইন বা বিধানের তোয়াক্কা করা হয় না বরং মস্তিকপ্রসূত বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে বিধান প্রণয়ন এবং বিচার করা হয়। সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কাজ এবং কুফর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়া'লার আইন দিয়ে শাসন করে না কিংবা নিজে বিধান প্রণয়ন করে, সেই ব্যক্তি কাফির এবং তাগুত। বিধান দেবার

অধিকার, হালাল - হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার কেবল ই আল্লাহর এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা মানা আবশ্যক। এগুলোতে অসন্তোষ রাখা কিংবা গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করা নির্জলা কুফর।

দলীল:
ক.."বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।"[কুরআন ১২:৪০]

খ."তার ই কাজ সৃষ্টি করা ও বিধান দেয়া।"[কুরআন ০৭:৫৪]

গ."বিধান তারই, তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [কুরআন ২৮:৮৮]

ঘ."কিন্তু না,তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ মীমাংসার ভার তোমার[রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুন্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ না করে।"[কুরআন ০৪:৬৫]

ঙ."আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করেনা, তারাই কাফির।"[কুরআন ০৫:৪৪]

৪.পাপাচার বৃদ্ধি:

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ অনুযায়ী বহু হারাম কে হালাল বানানো যায়, যা সুস্পষ্ট কুফর।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জিনা, হত্যা,ব্যভিচারসহ বহু পাপাচার অহরহ সংঘটিত হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণ সমূহের যেকোনো একটা ই কাউকে ইসলাম থেকে বের করতে সক্ষম। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মতবাদ সম্পর্কে জেনেও তা সমর্থন করবে কিংবা তা ভালো মনে করবে বা তার কোনো অংশ কার্যকরী মনে করবে নিঃসন্দেহে সে কুফরে লিপ্ত।

এখন আলোচনা করবো বিভিন্ন সেক্যুলার চিন্তাভাবনার দরুন ঘটা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে-

■১.সেকযুলার আইনের আদলে ঘরে ওঠা রাষ্ট্রসমূহে ধর্ষণ, হত্যা, ডিভোর্সের হার দেখলেই এর কুফল অনুমান করা যায়। সেক্যুলার মতের আদলে ঘরে উঠা নারীবাদ আজ নারীকে পণ্য বানাচ্ছে, উলঙ্গ করে রাস্তায় নামাচ্ছে।
মানবতা মানবতা বলে যারা বেশি আওয়াজ করে সেই পশ্চিমা রাষ্ট্রে এবং আমাদের দেশসমূহে হত্যার হার, ধর্ষণের হার,পরকীয়া, তালাকের হার কতো বেশি - তা বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে সুস্পষ্ট।

ঈমান ভঙ্গের ২০ তম কারণ:

যে একুশ শতাব্দীতে ইউরোপ আমেরিকায় জন্ম নেয়া ফেমিনিজমকে সঠিক মনে করবে কিংবা তার প্রসারে কাজ করবে কিংবা ফেমিনিজমের যেসব ব্যাপার ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক সেগুলোকে সঠিক এবং যৌক্তিক মনে করবে - সে কাফির।

📙 ব্যখ্যা:

বর্তমান শতাব্দীর একটি বড় ফিতনা হলো নারীবাদ তথা ফ্যামিনিজম[Feminism].

ইসলাম নারীদেরকে প্রাপ্য সম্মান দেয়ার পরেও অনেক মুসলিম মহিলারা কুফরী নারীবাদের দিকে ঝুকছে অথচ ইসলাম নারীকে সম্মানিতা করেছে, প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে।

প্রচলিত নারীবাদের কিছু সুস্পষ্ট কুফর:

১.নারীবাদীরা নিজেদেরকে পুরুষের সমান অধিকারযোগ্য হিসেবে চায় অথচ কুরআন বলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং পুত্রসন্তান কন্যাসন্তানের মতো নয়।"[কুরআন ০৩:৩৬]

২.তারা মীরাসের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান ভাগ চায় অথচ সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত যে, দুজন নারী একজন পুরুষের সমান ভাগ পাবে।

৩.এদের মতে স্ত্রীর উপর স্বামীর কোনো কতৃত্ব নেই! অথচ আল্লাহ তা'আলা সুরাহ আন নিসার ৩৪ তম আয়াতে বলেছেন যে, পুরুষেরা নারীদের উপর কতৃত্বশীল।

৪.নারীবাদীদের মতে স্বামী কতৃক তিন তালাক বেআইনী কিংবা অর্থহীন। তাদের এই কথা, ধারণা নিঃসন্দেহে কুফর।

৫.নারীবাদীদের মতে নারীরা স্বাধীনভাবে বেপর্দা অবস্থায় চলতে পারে, পুরুষদের সাথে মিশতে পারে, পতিতাবৃত্তি দোষের কিছুনা, তারাও পুরুষদের মতো পোষাক পরিধান করতে পারে!
এগুলো সুস্পষ্ট হারামকে হালাল করার অনুরুপ এবং কাউকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

এসব ব্যাপারের দলীল নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে বিধায়, বিস্তারিত দলীল উল্লেখ করিনি।

ঈমান ভঙ্গের ২১ তম কারণ:

যে ব্যক্তি জেনেবুঝে গণতন্ত্রকে সঠিক মনে করবে কিংবা সঠিক জীবনব্যবস্থা মনে করবে, সে নিঃসন্দেহে কুফরে লিপ্ত।

📙 ব্যখ্যা:

বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত এক ধরণের সরকার ব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। যদিওবা তাত্ত্বিকভাবে এ ব্যবস্থার বহু সুবিধা বর্ণিত রয়েছে কিন্তু বাস্তবিকভাবে গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। গণতন্ত্র একটি কুফরি ব্যবস্থা এবং শোষণের একটি মাধ্যম ও বটে।

প্রথমত আমরা আলোচনা করবো গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, এর সূত্রপাত নিয়ে এবং দ্বিতীয়ত আলোচনা করবো ইসলামের সাথে এর সাংঘর্ষিক দিক নিয়ে।

⬛ গণতন্ত্র কি?

মূলত[তাত্ত্বিকভাবে] গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের শাসন।গণতন্ত্রের ইংরেজি পরিভাষা ডেমোক্রেসি[Democracy] শব্দটির জন্ম গ্রীক শব্দ ডেমোক্রাটিয়া থেকে, যার অর্থ জনগণের শাসন। ডেমোস বা জনগণ এবং ক্রাটিয়া বা ক্ষমতা থেকে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র নামটির জন্ম। এথেন্স সহ কিছু প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে প্রচলন হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। পরবর্তীতে এর সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আব্রাহাম লিংকনের

ভাষায়," Government of the people, by the people, for the people ". অর্থাৎ জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য গঠিত সরকার ব্যবস্থা। তাছাড়া ক্লিয়ান, অধ্যাপক গেটেলসহ আরো অনেকেই গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

এখন আলোচনা করবো স্বল্প কিছু ইস্যুতে যা ইসলামের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক এবং কিছু ব্যাপার সুস্পষ্ট কুফর ও বটে। আমার জানা এবং খুবই সাধারণ কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো যা মোটামুটি অনেকেরই জানা।

১. সকল ক্ষমতার মালিক বা উৎস:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার মালিক এবং উৎস হলো জনগণ। যা সুস্পষ্ট আল্লাহ তায়া'লার সার্বভৌমত্বে শির্ক। সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"রাজত্বে তার কোন শরীক নেই।"[কুরআন ১৭:১১১]

খ.আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন,"তুমি বলো, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন।"[কুরআন ৩:২৬]

গ.আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"।[কুরআন ৬৭:০১]

সুতরাং জনগণ কখনো সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। নিতান্ত মানুষ বরই দুর্বল, তার বিন্দুমাত্র সাধ্য নেই রোগ কিংবা মৃত্যুকে আটকানোর। আর না সে সৃষ্টি করতে পারবে এক ইঞ্চি ভূখণ্ড?? কারো কিছুই করার ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত।

২. আইন বা বিধান প্রনয়ণ এবং হালাল হারাম নির্ধারণ:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন বা বিধান প্রনয়নের অধিকার পার্লামেন্ট এর। পার্লামেন্ট চাইলে যেকোনো আইন যোগ করতে পারে কিংবা বদলাতে পারে। যে বিধান দেবার অধিকার শুধু আল্লাহ তায়া'লার, তাতে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে। পার্লামেন্ট চাইলে হারাম কে হালাল কিংবা হালাল কে হারাম বানাতে পারে। জনগণের ভোটের উপর ভিত্তি করে পার্লামেন্ট যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, সুদ, মদ সহ অনেক হারাম কে হালাল করতে পারে এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিপরীতে আইন প্রণয়ন করতে পারে।অথচ বিধান দেয়া এবং হালাল - হারাম নির্ধারণের অধিকার কেবলই আল্লাহর।

দলীলঃ:

ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার।" [কুরআন ০৭:৫৪]

খ.."বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।"[কুরআন ১২:৪০]

গ. আদি ইবনু হাতিম তাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃআমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এলাম। তিনি বললেন,"হে আদি ! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেল।" এই বলে আমি তাকে.... নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম [ভাবানুবাদ]: "তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।"[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত-৩১]। তারপর তিনি বললেন, "তারা অবশ্য তাদের ইবাদাত করত না। তবে তারা[ধর্মযাজকরা] কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য তা হারাম বলে মেনে নিতো।"[তিরমিজি]

এর থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে বিধান দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার এবং হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দেবার ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যে এতে হস্তক্ষেপ করতে চাইবে কিংবা করবে সে মুশরিক। সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

৩. সবার সমান ভোটাধিকার:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবার সমান ভোটাধিকার হোক সে মুসলিম, কাফির কিংবা ফাসিক। এ পদ্ধতিতে একজন কাফিরের অধিকার ও একজন মুমিনের অধিকারের সমান এবং একজন ধর্ষকের ভোটাধিকার ও একজন আলিমের ভোটাধিকারের সমান। মোট কথা এ পদ্ধতির দড়িপাল্লায় মুমিন ও মুশরিকের সমতুল্য, অজ্ঞ ও বিদ্বানের সমতুল্য।
অথচ একজন মুমিনের মূল্য পুরো পৃথিবীর কাফির-মুশরিক এর চেয়ে বেশি!

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[কুরআন ৩৯:০৯]

আর আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম সুতরাং আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা অন্য সবার থেকে বেশি এমনকি পৃথিবীর সবকিছু থেকেও বেশি। মুমিনের একফোটা রক্তের মূল্য সমস্ত কাফিরের রক্তের চেয়েও দামী।

৪.বিচার কিংবা বিরোধ সমাধান:
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার চাওয়া হয় সেই সমস্ত তাগুত প্রশাসনের নিকট যারা আল্লাহর বিধান কে না মেনে এবং তা দ্বারা বিচার না করে তাগুতের আসনে সমাসীন হয়ে আছে।
অথচ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হলো তাগুত বর্জন করা।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এ কথা বলে যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উপাসনা কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ করো।"[কুরআন ১৬:৩৬]

যে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করবে না সে কাফির, ফাসিক এবং জালিম। আর যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে না কিংবা নাখোশ হবে, সেও মুসলিম নয়।

৫.জাতীয়তাবাদ:
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যেখানে আমাদের পরিচয় এবং ভ্রাতৃত্ব হতো ঈমানের সেখানে ভ্রাতৃত্ব হয় পতাকার। জাহেলিয়াত এর পতাকাতলে আমরা সমবেত হই, যেখানে সমবেত হবার কথা ছিল কালিমাতুত তাওহীদের পতাকাতলে।
জাতীয়তাবাদ, গোত্র প্রীতি, বংশীয় আভিজাত্য ও অহংকারবোধকে আরবী পরিভাষায় আসাবিয়্যাহ বলা হয়। এই আসাবিয়্যাহ এর কুফল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর কারণে মৃত্যুবরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর কারণে যুদ্ধ করে।"[সুনান আবি দাউদ]

জাতীয়তাবাদ ইসলামে সম্পুর্ন হারাম। এ নিয়ে বহু হাদিস ও আছে। জাতীয়তাবাদ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার সময় তা নিয়ে বিশদভাবে বলা হবে ইনশাআল্লাহ।

📚গণতন্ত্র নিয়ে কিছু আলিমের ফাতাওয়া[বাংলায় অনূদিত]-

⬛১.ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ ফাঃআঃ - https://islamqa.info/bn/answers/98134/
ফাতওয়া:

আলহামদুলিল্লাহ।
এক:

ডেমোক্রেসি [গণতন্ত্র]আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রীক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ- সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ- শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি

[পার্লামেন্ট সদস্য] এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যেসব আইন মেনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবেক ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রের অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামিতা, সুদি মুনাফার বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতিল করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্য"[সূরা গাফের, আয়াতঃ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,"আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"[সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ৪০] ; আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,"আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ঠ নন?"[সূরা ত্বীন, আয়াতঃ০৮] ; তিনি আরও বলেন,"বলুনঃ "তারা কতকাল অবস্থান করেছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গায়েব

বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি নিজ হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।"[সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ২৬] তিনি আরও বলেন "তারা কি জাহিলিয়াতের হুকুম চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?"[সূরা মায়িদাহ, আয়াত:৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা। তিনি জানেন, কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত; কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজের জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সেটাই তো জানে না; থাকতো অন্যের জন্য কোনটা উপযুক্ত সেটা জানবে। এ কারণে যে দেশগুলোতে জনগণের প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা, চারিত্রিক অবক্ষয়, সামাজিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটি নিছক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নেই। এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দেয়া উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছে- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছে তাদের করদ। এর চেয়ে বড় প্রমাণের আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসিতে যদি এমন কিছু থাকে তখন তারা সেটাকে পায়ের নীচে পিষ্ট করে। নির্বাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চেপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা

যা সকলের জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। দিনের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দলিল লাগে তাহলে বিবেকে আর কিছু ধরবে না।

মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব আল-মুআসিরা গ্রন্থ [২/১০৬৬]তে এসেছে-

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি:
এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচনে গঠিত পরিষদের মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

1. ভোট দেওয়ার অধিকার:
জনগণের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিল উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমিটি সেটার উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

2. গণভোট দেওয়ার অধিকার:
কোন একটি আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের
পর জনগণের রায় প্রকাশ করার জন্য পেশ করা।

3. না-ভোট দেওয়ার অধিকার:

কোন একটি আইন প্রকাশ করার নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতে করে এ আপত্তির ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সেটি বাতিল করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবিধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নব্য শিরকের স্বরূপমাত্র। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কিছু নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] [সমাপ্ত]

তিন:

অনেক মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও "স্বাধীনতা" ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝাতে চাই: বিশ্বাসের

স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্খলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রিসালাত, কুরআন, সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপর্দা, বেহায়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এই সবগুলো উম্মাহর দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু "নাৎসিদের ইহুদি নিধন" নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষেধ। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জেলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতেই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকে নেয়ার সুযোগ দিল না কেন?! কেনো তারা মুসলমানদের দেশগুলোকে উপনিবেশ বানাল, তাদের দ্বীন ও বিশ্বাস পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লিবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মিশরে গণহত্যা চালাচ্ছিল

বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদের নিকটেও স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত। যেমন:

1 আইন:
কোনো মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে রাস্তাতে সাধারণ চলাচলের বিপরীত দিকে চলবে বা গাড়ী চালাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

2 সামাজিক প্রথা:
উদাহরণতঃ কোনো নারী সুইমিং স্যুট পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যেতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, তাড়িয়ে দিবে। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

3 সাধারণ রুচিবোধ:
উদাহরণতঃ কোনো ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের দ্বীনের কেনো এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যেমন- তাদের স্বাধীনতা বেশ কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহ নেই ইসলাম যা নিয়ে এসেছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষের জন্য উপকার। নারীকে বেপর্দা হতে নিষেধ করা, মদপানে বারণ করা, শুকর খেতে নিষেধ করা ইত্যাদি সব মানুষের শারীরিক, মানসিক ও জৈবনিক কল্যাণেই। কিন্তু দ্বীন যদি তাদের স্বাধীনতাকে বিধিবদ্ধ করে তখনি তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনের পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে "শুনলাম ও মানলাম"।

◾ চার:

কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি শব্দটা ইসলামে "শুরা" শব্দের প্রতিশব্দ। এটি কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:-

1⃣ শুরা বা পরামর্শ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে "জনগণের শাসন"- এ ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজিবকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বিক্রির বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও

সুদের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণের কোণঠাসাকরণ ইসলামি শরী'আহর সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

2. শুরা কমিটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফিক্বহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকার সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফির বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরের কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টে পূর্বোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নেই। একজন কাফির, দুর্নীতিবাজ, নির্বোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রের কি সম্পর্ক??

3. শাসক শুরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমিটির একজন সদস্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তার দলীলের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি সেটাই গ্রহণ করবেন। অন্য সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে এই মতকে সঠিক মনে করবেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশ সদস্যের মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মেনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের দ্বীনকে নিয়ে গৌরববোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বিধানের প্রতি আস্থা রাখা; এ

বিধান তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরী'আহ বিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসিত সকল মুসলমানের কর্তব্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরী'আহকে সম্মান করা, নবীর আদর্শের অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

২.গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহণের হুকুম, শায়খ নাসির আল ফাহদ ফা:আ:- http://darulilm.org/2018/03/12/democracy-nasir-fahd/ ।

ফাতওয়া:
গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

~শাইখ নাসির আল ফাহাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

শাইখ নাসির ইবন হামদ আল ফাহাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল গণতন্ত্রের অর্থ কী? শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? এবং সংসদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কী হুকুম?

শাইখের জবাব:
গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। যার অর্থ হল আইন প্রণয়ন এবং হালাল হারাম নির্ধারণের অধিকার জনগণের। ঈসা আলাইহিসালাম এর জন্মের আগে প্রাচীন গ্রীসে এর অস্তিত্ব ছিল। ইংরেজ এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে এ ধারণা আরো বিকশিত হতে হতে আজকের অবস্থায় পৌছেছে। এটি নির্জলা কুফর। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যার কোন শরীক নেই। যেমনটা তিনি বলেন,"হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কাউকে নিজের সাথে শরীক করেন না।" [সূরা কাহাফ, আয়াত:২৬]

বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে যত পার্থক্য, শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়েও বেশি। আর সেগুলো কয়েকটি দিক থেকে:

1 শূরা শুধু ইজতিহাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে, যেগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নস পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বিধানগুলো সুস্পষ্ট,

সেগুলোর ব্যাপারে কোন শূরা নেই। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত নেই।

2শূরা হল "আহলুল হাল ওয়াল আকদ" এর মধ্য থেকে যারা ইহসান, ইখলাস এবং দ্বীনদারিতার ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ, সে সব সালিহ বান্দার জন্য। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সংসদ হল এমন কিছু লোকদের জন্য যাদেরকে জনগণ নির্বাচিত করে নিজেদের খেয়াল-খুশি ও কামনা অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য, এমনকি তারা যদি সমাজের সর্বনিকৃষ্টও হয়।

3শূরার রায় যে সর্বদা সঠিক হয়, তা নয়। তাই যদি তিনি উত্তম বিকল্প পান, অথবা মান্য না করায় কল্যাণ আছে বলে মনে করেন তাহলে শূরার রায় মানতে ন্যায়বান শাসক বাধ্য নন। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তা ব্যাপারটা বিপরীত। গণতন্ত্রে যে রায় আসবে সেটাই মানতে হবে।

4শূরাতে এমন কোন সিদ্ধান্ত ও আইন নিয়ে আসা হয় না, যা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। অথচ গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়।

এসব পার্থক্য ছাড়াও গণতন্ত্র এবং শূরার মধ্যে আরও বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এই ইস্যুতে বেশ কিছু ভালো বই আছে। সেগুলো পড়লে ব্যাপারগুলো আরো স্পষ্ট হবে। আর বিভিন্ন দিক থেকে

সংসদে অংশগ্রহণ করা মারাত্মক মুনকার [মন্দ]বেশ কয়েকটি দিক থেকেঃ

1 জনগণের আইনকে স্বীকৃতি দেয়া। সংসদ হল একটি বিধানসভা, যা আইন প্রণয়ণ করে। তাই এতে অংশগ্রহণ করার অর্থ হল, যে সংসদে অংশগ্রহণ করছে সে আল্লাহ ব্যতীত অপর বিধানদাতার স্বীকৃতি দিচ্ছে যা সুস্পষ্ট কুফর। এমনকি ইসলামপন্থীরাও যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং সংবিধানকে ইসলাম সম্মত করে তবুও সেটা আল্লাহর বিধান, আল্লাহর আইনের শাসন বলে বিবেচিত হবে না। বরং এটা জনগণের শাসন হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ এটি করা হয়েছে জনগণের ইচ্ছে অনুযায়ী, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী না। তাই যখন সংসদ সদস্য পরিবর্তন হয়, তখন আইনও বদলে যায়। সুতরাং এটি কখনোই শরীয়াহর শাসন না। শরীয়াহ বাধ্য করে, নিয়ন্ত্রন করে, শর্তহীন শাসন করে। যারা একে অস্বীকার করে তাদেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। আর এ কাজের আগে আমরা পক্ষ-বিপক্ষের ভোট গুনতে বসি না।

2 এছাড়াও সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সংবিধানকে সম্মান করার শপথ করতে হয়, যে সংবিধানটি মূলত কুফর ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে আরো অনেক মুকাফফিরাত। আর এই সংবিধানকে সম্মান করাও কুফর। তাহলে কিভাবে আপনি এই সংবিধানের ওপর শপথ করেন? কিভাবে এ সংবিধানকে সম্মান ও বাস্তবায়নের শপথ করেন?

3⃣যাদেরকে ইসলামপন্থী বলা হয় তারা সংসদে যাবার জন্য দ্বীনের অনেক বিষয়ের ব্যাপারে ছাড় দেয়, দিয়ে আসছে। কিন্তু সংসদে যাবার জন্য দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু তারা ছাড় দিয়েছে তার ভগ্নাংশও তারা অর্জন করতে পারে নি। বর্তমান অবস্থা খেয়াল করলেই আপনারা তা ভালো করেই বুঝবেন।

শাইখ আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ তার উমদাতুল তাফসীরে আল্লাহর বাণী, "এবং পরামর্শ করো তাদের সাথে"[সূরা আলি ইমরান, আয়াতঃ১৫৯] এর আলোচনায় খুব সুন্দর ভাবে শূরার সাথে গণতন্ত্রের তুলনা করে দেখিয়েছেন। যারা গণতন্ত্রকে শূরার একটি প্রকারভেদ বলে দাবি করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহবান করে, এখানে শাইখ আহমাদ শাকির তাদের সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তাই আমি আপনাদের বলবো শাইখের উমদাতুল তাফসির পড়ে দেখুন। কারণ এতে এমন কথা আছে যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত।"

ফাতওয়া সমাপ্ত।

📜বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের বিধান:

1⃣গণতন্ত্রকে যারা জীবনব্যবস্থা এবং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে:

গণতন্ত্রকে যারা জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে কিংবা একে ইসলামের উপর প্রাধান্য দেয় তারা নিঃসন্দেহে বড় কুফরে লিপ্ত। কারণ-

~তারা দ্বীন হিসেবে গণতন্ত্রকে আকড়ে ধরে
~মানবরচিত বিধানকে আকড়ে ধরার মতো অকাট্য কুফরে লিপ্ত থাকে
~তাদের অধিকাংশ ই জাতীয়তাবাদ এর মতো হারাম, ইন্টারফেইথের মতো কুফরে লিপ্ত থাকে।

2 যারা গণতন্ত্রকে ক্ষমতায় যাবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে:

যারা গণতন্ত্রকে জীবনব্যবস্থা নয় বরং ক্ষমতায় যাবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তারা ভুলে লিপ্ত কিন্তু কুফরে নয়। অনেক আলিমের মতে ইসলামী শরী'আহর প্রসারের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন জায়িয হলেও বাস্তবিকপক্ষে এর কোনো সুফল নেই। এটা মূলত নাজায়িয এবং এর কুফল ই বাস্তবিকভাবে দেখা গেছে। মুহাম্মাদ মুরসীর মুসলিম ব্রাদারহুড এর জ্বলন্ত উদাহরণ!

ইসলামের ব্যানারে যেসব দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে চায় এদের ফলাফল আজ অবধি এগুলো ই দেখা গেছে-

~ক্ষমতায় যাবার হার নিতান্তই অল্প
~ক্ষমতায় গেলো শরী'আহ কায়েম না করা

~কুফরী সিস্টেমে সেভাবে আটকে থাকা যেভাবে মাছি মাকড়সার জালে আটকে পড়ে
~ফাইনালি পতন

এবং এসবের মূল কারণ হলো-

~ক্বিতাল ছেড়ে দেয়া
~সালাফদের পদ্ধতি থেকে পিছু হটা
~কুফরের সাথে সহনশীল থাকা
~আক্বীদাহর অপর্যাপ্ত জ্ঞান

📜নির্বাচনে ভোট দেয়ার বিধান:

১.কোনো ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় যেয়ে শরী'আহ কায়েম করতে চাইলে অনেকের মতে ভোট দেয়া জায়িয।

মূলত, ভোটাভুটি নাজায়িয এবং ভুল পদ্ধতি! এবং কুফরের দিকে ধাবিত করে।

২.যদি এমন দলকে নির্বাচিত করার জন্য ভোট দেয়া হয় যারা কুফরির প্রসার ঘটায় বা চায় - এটা কুফর। তবে অজ্ঞতা কিংবা ভুল অপব্যখ্যার সম্মুখীন হয়ে ভোট দিলে সেটা কুফর হবেনা।

মূলত, ভোটাভুটি নাজায়িয এবং ভুল পদ্ধতি! এবং কুফরের দিকে ধাবিত করে।

⬛কাউকে গণতন্ত্রের দিকে আহবান করার বিধান:

নিশ্চয়ই শির্ক এবং কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং এর দিকে আহবান করা কুফর।

🔲বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রঃ

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র কোনো সমাধান ই দিতে পারেনি বরং তা কুফফার এবং শোষকদের একটি হাতিয়ার মাত্র। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে শোষণ করে জনগণকেই। দুর্নীতি, ধর্ষণ, অবাধ যৌনাচার ক্রমশই বৃধি পাচ্ছে। অস্ত্র ব্যবসা এবং এর জন্য বহু অবরোধ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে।
গণতন্ত্র কখনোই কোনো সমাধান দিতে পারবে না বরং শোষণ এবং পাপাচারের মাত্রা বর্গের সমানুপাতিক হারেই বারবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চোখ বুলালেই দেখা যায় গণতন্ত্র বলে মুখে যাদের ফেনা তারাই আজ শোষক আর অত্যাচারী।

উল্লেখ্য, গণতন্ত্র নিয়ে কেউ ইজতিহাদী ভুলের শিকার হলে তার জন্য ছাড় রয়েছে।

ঈমান ভঙ্গের ২২ তম কারণ:

যে ব্যক্তি পুজিবাদ কিংবা কমিউনিজমকে সঠিক মনে করবে কিংবা সমর্থন করবে কিংবা এগুলোর দিকে আহবান করবে, সে কাফির।

📙ব্যখ্যা:

⬛ক্যাপিটালিজম বা পূজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১.জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যার মূলমন্ত্র হলো আখিরাত বলতে কিছু নেই, তাই দুনিয়াতে উপভোগ করো।

২.সেক্যুলারিজম

৩.অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা

৪. অবাধ অর্থনীতি

৫.সুদের ব্যাপক প্রসার ও বৈধতা

উপরের সবগুলো ই সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কিছু সুস্পষ্ট কুফর।

⬛কমিউনিজম প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১.এর ভিত্তি ই হলো নাস্তিক্যবাদ

২.সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

৩.ব্যক্তিগত সম্পদ ও লাভ অর্জন নিষিদ্ধ, ইত্যাদি!

সবগুলো ই সুস্পষ্ট কুফর এবং নিকৃষ্ট কাজ।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।